



69859 - ডাক্তারি পড়া ও হাসপাতালে চাকুরী করার হুকুম কি; যবে পরবিশেষে ময়েদের সাথে মশিত হই?

প্রশ্ন

আমরা মডেকিলে কলজে রে ছাত্র। আমরা জানতে চাচ্ছি, যসেব হাসপাতালে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে কাজ করে, পুরুষ ডাক্তার নারী-পুরুষ সকলকে সমানভাবে চিকিৎসা সর্বো দয়; তবে নষিদিধ নরিজনবাস এড়িয়ে চলা সম্ভব। আপনাদের দৃষ্টিতে সখোন চাকুরী করার শরয়ি হুকুম কি? আমাদের দেশে সকল হাসপাতালে একই নয়িম। তাই কোন মুসলমি ডাক্তারের পক্ষে শুধু পুরুষদের জন্য খাস এমন কোন হাসপাতালে চাকুরী করার সুযোগ নই; কারণ এমন কোন হাসপাতাল আমাদের দেশে নই। আমাদের মধ্যে কটে কটে মনে করেন, উল্লেখিত সিস্টেমের কারণে একজন মুসলমি ডাক্তার ডাক্তারি পেশা ছড়ে দলি এতে মানবসর্বো বধিনতি হবে এবং এসব হাসপাতালে চাকুরী করার চয়ে অধিক অকল্যাণ সাধিত হবে। এ ইস্যু নিয়ে আমরা খুব চিন্তার মধ্যে আছি। এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। আশা করি আল্লাহ আপনাদের মাধ্যমে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এমন একটা মাসয়ালার শরয়ি হুকুম জিজ্ঞেসে করার জন্য, বর্তমানে যবে সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করছে। আমরা আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য কথা ও কাজে তাওফিক প্রার্থনা করছি।

দুই:

কোন পুরুষ ডাক্তারের জন্য মহিলাদের চিকিৎসা করা জায়বে নয়। তবে যদি মুসলমি কথিবা অমুসলমি মহিলা ডাক্তার না পাওয়া যায় সক্ষেত্রে জায়বে হবে। এ বিষয়ে ‘ইসলামী ফকিহ একাডেমি’ থেকে একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে রয়েছে: “শরয়িতের মূল বধিন হচ্ছ- বশিষেজ্ঞ মহিলা ডাক্তার মহিলা রোগীর চকে-আপ করবেন। যদি মুসলমি মহিলা ডাক্তার না পাওয়া যায় তাহলে বশিবস্ত অমুসলমি মহিলা ডাক্তার মহিলা রোগীর চকে-আপ করবেন। যদি অমুসলমি মহিলা ডাক্তারও না পাওয়া যায় তাহলে মুসলমি পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীর চকে-আপ করবেন। যদি মুসলমি ডাক্তারও না পাওয়া যায় তাহলে অমুসলমি পুরুষ ডাক্তার সবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে শরত হল, পুরুষ ডাক্তার রোগিনীর শরীরে ততটুকু দেখবেন যতটুকু দেখে রোগে নরিণয় ও চিকিৎসার স্বার্থে প্রয়োজন; এর বশে দিখবে না এবং সাধ্যমত দৃষ্টি অবনত রাখবে। পুরুষ ডাক্তারকে



রোগিনীর চিকিৎসা করতে হবে রোগিনীর মোহরমে কথিবা স্বামী কথিবা কোন বশ্বিস্ত নারীর উপস্থিতিতে; যাতো করে নষিদিধ নরিজনবাস না ঘটো।”

এছাড়া একাডেমির পক্ষ থেকে নমিনকোক্ত পরামর্শ দয়ো হয়:

“ময়েদেরেকে মডেকিলে সাইনসে ভর্তি হতে এবং চকিৎসার সকল শাখায় বশ্বিষেজ্ঞ জ্ঞেগন অর্জন করতে স্বাস্থ্যবষিয়ক কর্তৃপক্ষকে তাদরে সর্বোচ্চ চেষ্টা নয়িযোজতি করতে হবে। বশ্বিষেতঃ ময়েলোরোগ ও প্রসূতবিদিয়ার ক্ষেত্রে। যহেতে চকিৎসার এ বিভাগগুলোতে মহলা ডাক্তাররে সংখ্যা খুবই নগণ্য। যাতো করে, (মহলা ডাক্তাররে অভাবে) এ ক্ষেত্রেগুলোকে আমরা মূল বধিনরে ব্যতকিরম অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য না হই।[একাডেমীর জার্নাল থেকে সংকলতি (৮/১/৪৯)]

এ সংক্রান্ত প্রশ্ননোত্তরগুলোর জবাব দানে আমরা ফকিহ একাডেমীর এ সদিধান্তরে উপর নরিভর করছে। যমেন দেখুন: 20460 নং প্রশ্ননোত্তর।

তনি:

যদি কোন মুসলমি দেশরে সবগুলো হাসপাতালতে নারী-পুরুষরে মশ্বিরতি অবস্থা বরিজ করে; তাহলে এটি একটি দুঃখজনক বশ্বিষে বাস্তবতা। সক্ষেত্রে পূর্বকোক্ত নীতমালা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয়। কারণ মহলা রোগীদরেকে কথিবা একটা বড় সংখ্যক মহলা রোগীকে এ হাসপাতালগুলোতে যতে হবে এবং পুরুষ ডাক্তারদরে কাছে নজিদরেকে পশে করতে হবে। এতে কোন সন্দহে নহে, যদি দ্বীনদার ডাক্তারদরেকে এ সকল হাসপাতালে চাকুরী করতে নষিধে করা হয় তাহলে গোটো ময়দান বদেবীন ডাক্তারদরে জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়বে; যারা তাদরে চাকুরীর ক্ষেত্রে, দৃষ্টির ক্ষেত্রে কথিবা নরিজনবাসরে ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে না। অনুরূপভাবে দ্বীনদার ডাক্তারগণ চাকুরীর সুযোগ হারাবনে। কথিবা মডেকিলে কলজেগুলো দ্বীনদার ও সং মানুষ থেকে খালি হয়ে যাবে। কোন সন্দহে নহে এতে রয়ছে মহা ক্ষতকির অনকে বষিয়। য়ে ক্ষতগুলো কোন পুরুষ কর্তৃক মহলার সতর দেখোর চয়ে অনকে মারাত্মক হতে পারে; প্রয়োজন ও জরুরী মুহুর্তে শরয়িতে যা দেখোর বধৈতা রয়ছে।

আমাদরে নকিট যা অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হচ্ছে তা হল –আল্লাহই ভাল জাননে- এ ধরণরে হাসপাতালগুলোতে আপনারা চাকুরী করতে কোন আপত্তি নহে। তবে, এ বাস্তবতাকে পরবির্তনরে জন্য চেষ্টা চালয়ি যতে হবে। এমন কছি প্রাইভটে ক্লিনিকি ও হাসপাতাল প্রতষ্টি করার মাধ্যমে যগুলোতে নারী-পুরুষরে মশ্বিরণ থাকবে না। এবং কছি মহলা হাসপাতাল চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষকে রাজি করানো ও প্রভাবতি করার চেষ্টা চালাতে হবে, য়ে হাসপাতালগুলোতে শরয়ি নীতমালা মনে চলা হবে, যমেন- নরিজনবাস এড়ানো, শুধু প্রয়োজনরে স্থানটুকুতে দৃষ্টকি সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি য়ে বষিয়ে 5693 নং প্রশ্ননোত্তরে উল্লখে করা হয়ছে।



আমাদের এ জবাবটি দুটো মৌলিক বিষয়ে উপর নির্ভরশীল:

১. আলমেগনরে নকিট স্বতঃসিদ্ধি নীতি হচ্ছে- ইসলামী শরিয়ত কল্যাণ সাধন কিংবা কল্যাণকে পরিপূর্ণতা দিতে এসছে এবং অকল্যাণকে প্রতিহিত করা কিংবা হ্রাস করার জন্য এসছে। তাই বড় অকল্যাণকে দূর করার জন্য ছোট অকল্যাণে লিপ্ত হওয়া জায়গে।

২. এটি প্রথম নীতির শাখাতুল্য। যসেব পশোয় চাকুরী করা নিষিদ্ধ কোন কোন আলমে সাধ্যানুযায়ী মন্দকে হ্রাস করার জন্য সসেব পশোয় চাকুরী করা জায়গে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। যমেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ফতোয়া দিয়েছেন: যে ব্যক্তিকে সরকারী কোন পদে নিয়োগ দিয়ে জনগণ থেকে মুকুস (হারাম ট্যাক্স) আদায়ে তাকে বাধ্য করা হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি নিয়য় প্রতিষ্ঠা করা ও যুলমকে প্রতিহিত করার ও যতদূর সম্ভব মুকুস (হারাম ট্যাক্স) কমানোর সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে। যদি তিনি এ পদ ছড়ে দেন তাহলে এমন ব্যক্তি পদটি দখল করবে যে মানুষের উপর আরও বেশি যুলুম করবে। সে ব্যক্তির ক্ষত্রে তিনি ফতোয়া দেন যে, এমন ব্যক্তির জন্য এ পদে বহাল থাকা জায়গে। বরং তার চয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি যদি পদটি গ্রহণ না করে তাহলে তার জন্য এ পদে বহাল থাকা পদ ছড়ে দেয়ার চয়ে উত্তম। তিনি বলেন: “কখনো কখনো এ পদে বহাল থাকা তার উপর ফরজও হতে পারে; যদি অন্য কটে দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম না হয়। কারণ সাধ্যানুযায়ী নিয়য় প্রতিষ্ঠা করা ও যুলমকে প্রতিহিত করা ফরজে কফিয়া। প্রত্যকে ব্যক্তির সক্ষমতা অনুযায়ী এ ফরজিয়ত আদায়ের চেষ্টা করবে; যদি তার পক্ষ থেকে অন্য কটে সে দায়িত্ব পালন না করে। [মাজমুউল ফাতাওয়া (৩০/৩৫৬-৩৬০) থেকে সংকলিত]

জ্ঞাতব্য হচ্ছে- মুকুস (হারাম ট্যাক্স) আদায় করা মারাত্মক হারাম। এটি কিবরি গুনাহ। কিন্তু একজন নকেকার মুসলমিরে এ পদের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে যেহেতু সাধ্যমত অকল্যাণকে হ্রাস করা ও সীমিত করার সুযোগ রয়েছে তাই তার জন্য এটি জায়গে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) শাইখুল ইসলাম (রহঃ) এর একটি বাণীর উপর সংযোজন করতে গিয়ে বলেন: “সাধারণ কল্যাণকে রক্ষা করতে হবে। উদাহরণতঃ আমরা যদি ডাক্তারবিদ্যা ছড়ে দিতে বলি এবং ভাল লোকেরো ডাক্তারবিদ্যা অর্জন না করে; বলে যে, আমরা কভাবে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করব; আমাদের পাশে থাকে মহিলা নার্স, শিক্ষার্থী, ইন্টার্নী ডাক্তার? আমরা বলব: আপনি যদি এ ডাক্তারবিদ্যা অর্জন করা থেকে বিরত থাকেন তাহলে এ বিদ্যার ময়দান কি খালি থাকবে? অচিরেই খারাপ লোকগুলো এ ময়দান দখল করে নবে এবং জমনি বশিষ্টা ছড়িয়ে দবে। বরং আপনারা একজন, দুইজন, তিনজন, চারজন যদি একত্রিত হন আশা করি এমন একদিন আসবে যেনি আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রপ্রধানকে হদোয়তে দবিনে এবং তিনি মহিলাদের জন্য আলাদা ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করবেন।” [শারহ কতিবুস-সিয়াসা আল-শারইয়্যা, পৃষ্ঠা-১৪৯]

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, “আমরা একদল ডাক্তার রিয়াদে চাকুরী করি। আমাদের ডিউটিকাল পুরুষ ও মহিলা



রোগী আসে। কখনো কখনো কোন মহিলা রোগী মাথা ব্যথা বা পটে ব্যথার কথা বলেন। পরপূর্ণ চিকিৎসার দাবী হচ্ছে- রোগনিক পৰীক্ষা করে দেখো। পৰীক্ষার মাধ্যমে মাথা ব্যথার কারণ নৰ্ণয় করা। রোগের কারণ নৰ্ণয় করতে গেলে রোগীর পটে কথিবা মাথা কথিবা অন্য কোন অঙুগ পৰীক্ষা করার প্ৰয়োজন হয়; যাত করে ডাক্তারের উপর কোন দায় না আসে। আর যদি রোগনিক পৰীক্ষা করা না হয় হতে পারে এতে করে রোগনিক ক্ৰতগ্ৰস্ত হবে না। অৰ্থাৎ এক্ষত্রে পৰীক্ষা না করারও সুযোগ আছে। তবে যথযথ কনসালটনেসরি করতে গেলে পৰীক্ষা করা প্ৰয়োজন...।

শাইখ জবাবে বলেন:

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হচ্ছে- পুরুষ ডাক্তার ও মহিলা ডাক্তারের মাঝে এমনভাবে ডিউটি ভাগ করে দেয়া যাত করে মহিলা রোগী আসলে তাদের চকে-আপ করা ও পৰীক্ষা করার জন্য মহিলা ডাক্তারের কাছে পাঠানো যায়। যদি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ কর্তব্য পালন না করে, এ বিষয়ে ভ্রূক্ষপে না করে তাহলে মহিলাদের চিকিৎসা করায় আপনারা গুনাহগার হবেন না। তবে শরত হচ্ছে- চিকিৎসাকালে কোন মহিলা রোগীর সাথে নৰ্ণজনবাস না ঘটা এবং যটন উত্তজেনা না আসা এবং প্ৰকৃতপক্ষে রোগীকে পৰীক্ষা করার প্ৰয়োজন থাকা। যদি পৰীক্ষা করার প্ৰয়োজন না থাকে, কথিবা সূক্ষ্ম পৰীক্ষা পরবর্তীতে মহিলা ডাক্তার আসার পর করলেও চলে তাহলে সে পৰীক্ষা পরবর্তীতেই করতে হবে। আর যদি দরী করার সুযোগ না থাকে; তাহলে এটি প্ৰয়োজন। এমতাবস্থায় পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীর চিকিৎসা করলে গুনাহ হবে না। [লিকাআতুল বাব আল-মাফতুহ (১/২০৬)]

আমরা আল্লাহ তাআলার নকিট প্ৰার্থনা করি তিনি যনে আমাদের পরবিশে-পরস্থিতি ও মুসলমানদের পরবিশে-পরস্থিতি শোধরে দনে। আমাদেরকে প্ৰকাশ্য ও গোপন সকল ফতেনা থেকে বাঁচিয়ে রাখনে। নশ্চয় তিনি সর্বশ্ৰতোতা, নকিটবর্তী ও দোয়াতে সাড়া দানকারী।

আল্লাহই ভাল জাননে।